গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ)
আইডিইবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল
ঢাকা-১০০০।

আদেশ নং-১৪/মূসক/১৫ তারিখঃ ০৪/০৬/১৫ জারির তারিখঃ ০৪/০৬/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ।

আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী ঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কমিশনার (চঃ দাঃ)
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট
ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা।

ঃ মূল আদেশনামা ঃ

১। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করা হলো।

২। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করতে হলে তা আদেশ জারির ০৩ (তিন) মাসের মধ্যে **প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিলাত ট্রাইব্যুনাল,** ঢাকার বরাবরে দাখিল করতে হবে।

৩। আপিল আবেদনের উপর ২০০/-(দুইশত) টাকা মাত্র মূল্যের কোর্ট ফি স্ট্যাম্প সংযুক্ত করতে হবে এবং সেই সংগে নিম্নলিখিত দলিলাদিও সংযুক্ত করতে হবে ঃ

(ক) ১৮৭০ সনের কোর্ট ফি আইনের ১ নং তফসিলের ৬ নং দফা অনুযায়ী ৪.০০(চার) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প মূল আদেশের উপর সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) আপিল আবেদনের একটি অতিরিক্ত অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আপিল আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

৪। মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৪২(২)(খ) এবং Customs Act ১৯৬৯ এর Section 196A এর প্রতি আপিলকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপিল বিবেচিত হওয়ার পূর্বে মূল আদেশে আরোপিত জরিমানা/ডিউটি ও অন্যান্য করাদি আইনের বিধানমতে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

৫। লিখিত আপিল ছাড়াও আপিলকারী নিজে অথবা তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্যক্তিগত শুনানি দিতে চাইলে তাও লিখিত আপিল আবেদনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৬। ক. অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ মেসার্স রূপসা ট্রেডিং কর্পোরেশন
১০/১৫ পদ্মলোচন রায় লেন, ঢাকা।

খ. অপরাধের ধরণ ঃ মূসক-১৭ তে এন্ট্রি না দিয়ে মূসক-১১ চালান ব্যতিত পণ্য বিক্রিয় মাধ্যমে মূসকফাঁকি।

গ. ফাঁকি প্রদত্ত মূসক এর পরিমাণ ঃ ৩,৮৩,৬৩৪.৭৭ টাকা।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা'র পত্র নথি নং-৪(৬)১২-বাস্তঃ/নজরদারী পদ্ধতি/পণ্য খালাস/২০০৫/৩২৬(৮), তারিখ-৩১.০৩.২০১৩ খ্রিস্টাব্দ এর নির্দেশ মোতাবেক এ দপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক মেসার্স রূপসা ট্রেডিং কর্পোরেশন, ১০/১৫, পদ্মলোচন রায় লেন, ঢাকা, নিবন্ধন নম্বর-১৯২৩১০৬১৬৮০ নামীয় প্রতিষ্ঠানটির রাজস্ব পর্যালোচনা পূর্বক উৎপাদন অনুযায়ী উপকরণ মজুদ, উৎপাদিত পণ্যের সরবরাহ/মজুদ পণ্যের পরিমাণ যাচাই করার লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ২৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যুগ্ম কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত টিম প্রতিষ্ঠান হতে ক্রয় রেজিস্টার মূসক-১৬, বিক্রয় রেজিস্টার মূসক-১৭, বিক্রয় চালান-১১ ও চলতি হিসাব রেজিস্টার মূসক-১৮, সিআইএস সেল থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিগত ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত ৫(পাঁচ) বছর সময়ে মূসক সংক্রান্ত যাবতীয় নিরীক্ষা ও মজুদ যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। যাচাইকালে প্রতিষ্ঠানের কিছু অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

০২। প্রতিষ্ঠানটির ক্রয় রেজিস্ট্রার মূসক-১৭ এবং কারখানার মজুদসহ যাচাই করে ৪৩(তেতাল্লিশ) পিস মটর সাইকেল কারখানায় কম পাওয়া যায়। যার মূসক আরোপযোগ্য মূল্য ২৫,৫৭,৫৬৫.১২(পঁচিশ লক্ষ সাতান্ন হাজার পাঁচশত পয়ষট্টি টাকা বার পয়সা) টাকা (সর্বশেষ মূল্য অনুমোদন আদেশ এর গড় মোতবেক) এবং আদায়যোগ্য মূসক এর পরিমাণ ৩,৮৩,৬৩৪.৭৭ (তিন লক্ষ তিরাশি হাজার ছয়শত চৌত্রিশ টাকা সাতাত্তর পয়সা) টাকা; যা আদায়যোগ্য। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান ৪৩ পিস মটর সাইকেল উৎপাদন করে মূসক-১১ চালান ব্যতীত বিক্রয় রেজিস্টার (মূসক-১৭) এ এন্ট্রি না দিয়ে বিক্রি করেছে।

০৩। আপনার প্রতিষ্ঠানের এরূপ কার্যকলাপ মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা-৬, ধারা-৩১, ধারা-৩২ ও ধারা-৩৫ এবং একই আইনের অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধি-১৬, বিধি-২২, বিধি-২৩ ও বিধি-২৪ এর লঙ্ঘন।

০৪। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৫৫ এর উপধারা (১) মোতাবেক গত ১৫/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দাবিনামা জারি করা হয়। উক্ত দাবিনামার আলোকে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ গত ৩০/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে দাবিনামা জারির ৩,৮৩,৬৩৪.৭৭ টাকা চলতি হিসাবে সমন্বয় করে বিষয়টি সদয় ও সুবিবেচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন । পাওনা রাজস্ব তারা চলতি হিসাবের পৃষ্ঠা নং-১০, ক্রমিক নং-১০ এ ২৯/০৪/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সমন্বয় করেছেন। সমন্বয়ের বিষয়টি চক বাজার সার্কেলের সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা, কর্তৃক ফটোকপি সত্যায়িত করে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূসক ফাঁকির অভিযোগ স্বীকার করে নেয়ায় এবং ফাঁকিকৃত মূসক চলতি হিসাবে সমন্বয় করায় আলোচ্য ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা-৫৫ উপধারা (৩) অনুসারে চূড়ান্ত দাবীনামা জারীর প্রয়োজন হয়নি তবে প্রতিষ্ঠানটি মূসক পরিশোধ ব্যতীত পন্য সরবরাহ করার মাধ্যমে মূল্য সংযোজন আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) এর দফা 'ক' বর্ণিত অপরাধ সংঘটন করেছে।

কারণ দর্শানো নোটিশ, নোটিশের জবাব ও শুনানি

ফাঁকিকৃত রাজস্ব পরিশোধ করায় কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (দক্ষিণ), ঢাকা কর্তৃক পত্র নং-৪/মূসক/৮(৩৭)করফাঁকি/বিচার/২০১৩/৫৪, তারিখ: ১৮/১২/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর ধারা-৩৭ (২) মোতাবেক কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়। প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে ১৮/০২/১৫ খ্রিঃ তারিখে শুনানিতে ডাকা হলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জনাব মোঃ আবু জাহের ভুইয়া এবং জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম শুনানীতে উপস্থিত হন শুনানীতে উপস্থিত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি তার বক্তবে উল্লেখ করেন যে, আলোচ্য পণ্যের উপর অনাদায়ী মূসক ফাঁকি প্রদান করেন নাই, তাই অর্থদন্ড আরোপ না করার জন্য অনুরোধ করেন।

পর্যালোচনা

মামলার প্রতিবেদন ও কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব শুনানীর বক্তব্য পর্যালোচনা করা হল। কারণ দর্শানো নোটিশের জবাবে প্রতিষ্ঠানটি উল্লেখ করেছে যে, মূসক-১১ ব্যতীত তারা কোন মটরসাইকেল বিক্রয় করে না। পরিদর্শকদল কর্তৃক মজুদ পণ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গননা করা একদিনের মধ্যে সম্ভব হয় নাই। পরবর্তীতে হিসাব যাচাই করার সময় রেজিস্টারের সাথে ৪৩ পিস মটরসাইকেল গড়মিল পাওয়া যায়। তাদের এ বক্তব্য স্পষ্ট নয়। মজুত পণ্য গননা শেষে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার যে বিবৃতি প্রচার করেছেন তাতে গননা শেষ হয় নাই মর্মে কোন বক্তব্য দেন নাই। হিসাব যাচাই করার সময় ৪৩ পিস মটরসাইকেল কম পাওয়া গেছে মর্মে প্রতিষ্ঠানটি স্বীকার করে দাবীকৃত মূসক ৩,৮৩,৬৩৪.৭৭ টাকা পরিশোধ করেছেন। দাবীকৃত ৩,৮৩,৬৩৪.৭৭ টাকা মূসক ফাঁকি হয়নি মর্মে কোন প্রামান্য দলিল দাখিল করতে পারেন নাই। আনীত অভিযোগ প্রমানিত হয়েছে।

আদেশ

আনীত অভিযোগ সন্দেহতীত প্রমানিত হওয়ায় ১,৯২,০০০/- (এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা অর্থদন্ড আরোপ করা হলো। দাবীকৃত মূসক ইতোমধ্যে পরিশোধ করায় আরোপিত অর্থদন্ড ১,৯২,০০০/- (এক লক্ষ বিরানব্বই হাজার) টাকা অবিলম্বে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের আদেশ প্রদান করা হলো।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কমিশনার (চঃ দাঃ)

নথি নং-৪/মূসক/৮(৩৭)করফাঁকি/ বিচার/২০১৩ /২৬৪(৪)

তারিখঃ ০৪ /০৬/২০১৫ খ্রিঃ।

১। সত্ত্বাধিকারী, মেসার্স রূপসা ট্রেডিং কর্পোরেশন ১০/১৫ পদ্মলোচন রায় লেন, ঢাকা।
২। বিভাগীয় কর্মকর্তা, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, কোতয়ালী বিভাগ।
৩। রাজস্ব কর্মকর্তা, কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট, চকবাজার সার্কেল।
৪। দ্বিতীয় সচিব (মূসক বিচার ও আপীল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।

[মোঃ শওকাত হোসেন]
অতিরিক্ত-কমিশনার